শ্রীনগরে শ্রেণিকক্ষ সংকটে বারান্দায় পাঠদান

তাইজুল ইসলাম উজ্জ্বল শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ)
১১ মার্চ ২০২৪, ১২:০০ এএম

বারান্দায় ক্লাস চলছে খৈয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে -আমাদের সময়

শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের অভাবে বারান্দায় চলছে পাঠদান। দীর্ঘ ৩ বছর ধরে বারান্দায় বসিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হচ্ছে খৈয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

সূত্র জানায়, ১৯৯৪ সালে নির্মিত জরাজীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তার পাশেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১১-২০১২ সালে নির্মিত একতলা ভবনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ভবনটিতে শিক্ষক অফিস বাদে শ্রেণিকক্ষ মাত্র ২টি। শিক্ষার্থী ১৯৭; শিক্ষক ৬ জন। শিশু থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর পাঠদানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৬টি শ্রেণিকক্ষ। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ভবনটির সরু বারান্দায় চেয়ার-টেবিল ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ রেখে তার মধ্যেই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে গাদাগাদি করে বসে ইংরেজি ক্লাস করতে। কয়েকজন শিশু শিক্ষার্থী জানায়, এভাবে বসে লেখাপড়া করতে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। পাশেই পরিত্যক্ত ভবনটি ঘুরে দেখা যায়, ভবনের স্তম্ভে (পিলার) ফাটল ধরেছে। দেয়াল ও ছাদের বিভিন্ন অংশে

পলেস্তারা খসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিত্যক্ত শ্রেণিকক্ষের বিমগুলো ধসে পড়া আশঙ্কায় নিচ থেকে কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠিকা দিয়ে রেখেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সহকারী শিক্ষক আঁখি আক্তার বলেন, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের অভাবে বারান্দাতেই পাঠদান করাতে হচ্ছে তাদের। বিশেষ করে শীত ও বৃষ্টি মৌসুমে শিশুদের বারান্দায় বসিয়ে ক্লাস করানো প্রায় অসম্ভব।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উম্মে হাবিব উন নাহার সাংবাদিকদের বলেন, বিদ্যালয়ের সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এ ব্যাপারে অবগত আছেন। পুরাতন ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর নতুন ভবনের বারান্দায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস করাতে হচ্ছে। বারান্দায় বসলে আবার হাঁটা চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিদ্যালয়ের মাঠ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাচ্চারা ঠিকঠাকমতো খেলাধুলা করতে পারছে না। তাও বর্ষার ৪-৫ মাস মাঠটি পানিতে ডুবে থাকে। এ ছাড়া বিদ্যালয় ভবনের সামনে যেটুকু জায়গা আছে তাও খানাখন্দে ভরা।

বিদ্যালয়ের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ সংশ্লিষ্টজনদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল মতিন জানান, এ ব্যাপারে আমরা অবগত আছি। ধারণা করছি টেন্ডার হয়ে গেলে দ্রুত বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজ শুরু হবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছে।